30 JUL 2008

উন্নত দেশে ছড়িয়ে পড়ছে বাংলাদেশি ছাত্ররা

তরুণ সরকার/রবিউল হক

শ্রম অভিবাসন ৩

উচ্চ শিক্ষার জন্য বাংলাদেশি ছাত্রদের বিদেশ যাওয়ার হার বাড়ছে প্রতিবছর। বিদেশে শ্রম অভিবাসন বিষয়ে অনুসন্ধানকালে আরো জানা গেছে, উন্নত দেশগুলোতে ছাত্র ও গবেষক হিসেবে পড়তে যাওয়া তরুণরাই একটি উল্লেখযোগ্য অংশে পরিণত হয়েছে। সংশ্লিষ্টরা আরো জানান, বাংলাদেশি পেশাজীবীরা উন্নত দেশগুলোতে এরই মধ্যে দক্ষ পেশাজীবী পরিচিত পেয়েছে।

ইউরোপ, উত্তর আমেরিকা, আফ্রিকা, অস্ট্রেলিয়াসহ সারা পৃথিবীতে বর্তমানে ছড়িয়ে পড়ছে বাংলাদেশি ছাত্ররা। বিদেশে ভর্তির এ চাহিদার প্রতি লক্ষ্য রেখে ঢাকায় এরই মধ্যে প্রচুর স্টুডেন্ট অ্যাডমিশন কনসালটেশন সেন্টার গড়ে উঠেছে। সম্ভাবনাময় ও লাভজনক বিবেচনা করে জনশক্তি রপ্তানিকারক ব্যবসায়ীরা বর্তমানে অ্যাডমিশন কনসালটেশন ব্যবসায় যুক্ত হচ্ছেন। তবে কোনো কোনো অ্যাডমিশন কনসাল্‌ট্যান্সি ফার্ম প্রতারণা করে বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে।

সংশ্লিষ্টদের মতে, উন্নত দেশগুলোতে স্থায়ীভাবে বসবাসরত বাংলাদেশের নাগরিকদের অধিকাংশই সংশ্লিষ্ট দেশগুলোতে ছাত্র ও গবেষক ভিসা নিয়ে প্রবেশ করেছিল। তাদের মতে, বাংলাদেশি পেশাজীবীরা উন্নত দেশগুলোতে এরই মধ্যে দক্ষ পেশাজীবী হিসেবে পরিচিতি পেয়েছে।

সংশ্লিষ্টরা জানান, স্বাধীনতাযুদ্ধের আগে সরকারি কর্মকর্তা ও বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকরাই মূলত বিভিন্ন স্কলারশিপ প্রোগ্রামের অধীনে বিভিন্ন সময়ে এমএস ও পিএইচডি করতে বিদেশ যেতেন। ছিল নিজস্ব অর্থায়নে ব্যারিস্টারি পড়তে লন্ডন যাওয়ার প্রবণতা। নিজস্ব অর্থায়নে বা ব্যক্তিগত স্কলারশিপ নিয়ে গ্র্যাজুয়েট ও পোস্ট গ্র্যাজুয়েট কোর্সে ভর্তি হওয়ার সংখ্যা ছিল খুবই কম। মুক্তিযুদ্ধের পর পাল্টে যায় পরিস্থিতি। লেখক ও শিক্ষাবিদ মুহাম্মদ জাফর ইকবাল যায়যায়দিনকে জানান, পার্শ্ববর্তী দেশগুলো থেকে ১৯৪৭ সালের পর বিদেশে পড়তে যাওয়ার প্রবণতা শুরু হয়। কিন্তু বাংলাদেশের মানুষ ১৯৭১ সাল পর্যন্ত এ সুযোগ থেকে বঞ্চিত ছিল। মুক্তিযুদ্ধের পর বাংলাদেশের ছাত্ররা স্কলারশিপ নিয়ে বিদেশে যাওয়া শুরু করে। মেধাবী ছাত্ররা বিদেশের উন্নত ইউনিভার্সিটিতে ভর্তির জন্য নিজেরাই খোঁজখবর নিয়েছে, নিজের উদ্যোগেই তারা সেখানে ভর্তি হয়েছে।

বিগত শতাব্দীর নব্বইয়ের দশকে ইউনিভার্সিটিতে ভর্তি বিষয়ে সঙ্কট তৈরি হয়। মুক্তিযুদ্ধের পর যে হারে কলেজের সংখ্যা বেড়েছিল, সেই পৃ৪ » ক১

উন্নত দেশে ছড়িয়ে পড়ছে

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

হারে ইউনিভার্সিটির সংখ্যা বাড়েনি। বাংলাদেশের প্রথম স্টুডেন্ট অ্যাডমিশন কনসালটেশন প্রতিষ্ঠান বিএসবির চেয়ারম্যান এম কে বাশার এ প্রসঙ্গে জানান, বিগত শতাব্দীর আশির দশকের শেষ ভাগ এবং নব্বই দশকের প্রথম দিকে বাংলাদেশের বিপুলসংখ্যক ছাত্র ভারতে পড়াশোনা করতে গেছে। সেখানে বিভিন্ন রাজ্যে তারা পড়াশোনা করেছে। বাংলাদেশি ছাত্রদের ওপর নির্ভর করে তখন ভারতে, বিশেষ করে দক্ষিণ ভারতে বেশ কিছু ব্যক্তিগত উদ্যোগে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছিল। তিনি আরো জানান, আমরা তখন ভারতে ভর্তির পর ছাত্র পাঠানোর জন্য বাস রিজার্ভ করতাম। কিন্তু গত দুই বছরে আমরা দুজন ছাত্র পাঠাতে পারিনি।

এম কে বাশার আরো বলেন, বিগত শতাব্দীর নব্বইয়ের দশকের শেষ দিকে পাল্টে যায় প্রবণতা। নব্বইয়ের দশকের প্রথম দিকে প্রতিষ্ঠা লাভ করে প্রাইভেট ইউনিভার্সিটি। উচ্চবিত্তের সন্তানরা প্রাইভেট ইউনিভার্সিটিগুলোতে ভর্তি হতে শুরু করে। এম এ বাশারের মতে, কয়েকটি প্রাইভেট ইউনিভার্সিটির গ্র্যাজুয়েটেরা বিদেশে গিয়ে ভালো করেছে। কিন্তু অন্যগুলোর মান তেমন ভালো নয়। সার্টিফিকেটও তেমন গ্রহণযোগ্যতা পায় না। ফলে বিদেশে গিয়ে, বিশেষত ইউরোপ, উত্তর আমেরিকা ও অস্ট্রেলিয়া গিয়ে পড়াশোনার প্রবণতা বেড়ে যায়।

ছাত্র অভিবাসন বিষয়ে অনুসন্ধানকালে জানা গেছে, বর্তমানে বাংলাদেশের তরুণরা পড়াশোনা করতে যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, কানাডা, অস্ট্রেলিয়া ও নিউজিল্যান্ডে বেশি যাচ্ছে। তবে কতোগুলো দেশে এবং কি পরিমাণ বাংলাদেশের শিক্ষার্থী পড়তে যাচ্ছে এ বিষয়ে কোনো পরিসংখ্যান পাওয়া যায়নি। সংশ্লিষ্টদের ধারণা, বর্তমানে ইউরোপ, আমেরিকা, এশিয়া, অস্ট্রেলিয়া ও আফ্রিকা মহাদেশের প্রায় অর্ধশত দেশে বাংলাদেশের শিক্ষার্থীরা পড়াশোনা করছে। শুধু বিএসবিই জানিয়েছে, তারা বর্তমানে ৪০টি দেশে শিক্ষার্থী পাঠাচ্ছে।

বাংলাদেশের শিক্ষার্থীরা বর্তমানে যেসব দেশে পড়াশোনা করছে সেগুলোর মধ্যে ইউরোপের যুক্তরাজ্য, ইতালি, ফ্রান্স, জার্মানি, রাশিয়া, পোল্যান্ড, নরওয়ে, সুইজারল্যান্ড, স্পেন, পর্তুগাল, তুরস্ক প্রভৃতি; আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা, কিউবা, আফ্রিকার মিসর, বতসোয়ানা, দক্ষিণ আফ্রিকা, মরিশাস, অস্ট্রেলিয়ার অস্ট্রেলিয়া নিউজিল্যান্ড প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

সংশ্লিষ্টরা জানান, সবচেয়ে মেধাবী ছাত্ররাই যুক্তরাষ্ট্রে পড়াশোনা করতে যায়। নাইন ইলেভেনের পর ছাত্রদের যুক্তরাষ্ট্রে যাওয়ার হার কমে গিয়েছিল। কিন্তু দুই-তিন বছর পরই আবার তা বাড়তে শুরু করে।

বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের কাম্পউটার ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের অধ্যাপক মোহাম্মদ কায়কোবাদের সঙ্গে যোগাযোগ

মালিবাগ মোড়, মতিঝিল, সায়েন্স ল্যাবরেটরি মোড়সহ রাজধানীর গুরুত্বপূর্ণ